Kalidaser Meghdut by Shokti Chetarjee

For More Books Visit www.MurchOna.com

suman_ahm@yahoo.com

কালিদাসের মেঘদূত

অনুবাদ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

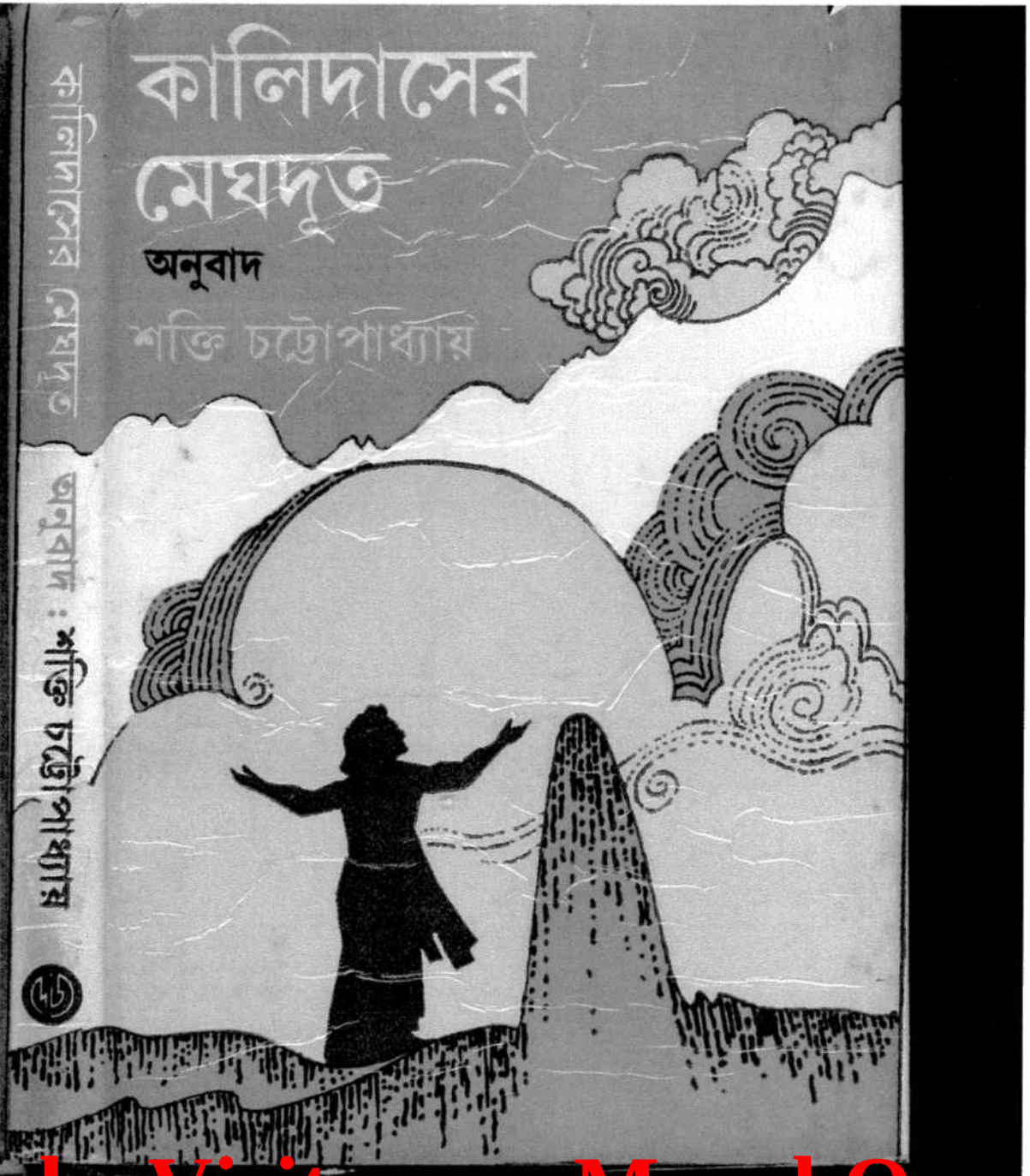

For More Books Visit www.MurchOna.com

১

কুবের-অভিশাপে মহিমা গেলো খোয়া বিরহভার হলো দুরূহ
যক্ষ একাকী সে না-কাজ ফলদোষে পেলেন গুরু এই শাস্তি
বসতি রামগিরি, যেখানে ছায়া দেয় নিবিড়নীল ওই তরুগণ
সেখানে ধারাজল পুণ্য হয়ে আছে জনকতনয়ার স্পর্শে।

২

হয়েছে কাঠিসার কান্তাবিরহিত খসেছে কঙ্কণ কনকের
অসহ কয়মাস কীভবে কেটে গেলো কামুক অনুমানে বুঝে নাও—
সহসা মেঘ ওঠে ধূসর গিরিতটে প্রথমদিন এলো আষাঢ়ের—
সেখানে ঝুঁকে আছে ক্রীড়ায় রত যূথ-পতির গৌরব পাহাড়ে।

৩

যে মেঘ দেখে জাগে হৃদয়ে মনোহর মোহন কামনার উৎস
যক্ষ কোনোমতে চোখের জল চাপে সে-মেঘ দেখে তার সমুখে—
এবং ভাবে, যারা সুখী ও সজ্জন তারাও বিহ্বল হয়ে যায়
আমার প্রিয়া আছে অনেকদূরে তাই আমার মূঢ়তায় ক্ষতি কি?

৪

শ্রাবণ বরিষণে কঠিন হবে খুব বিরহবাস তার একেলা
না-যদি মেঘে করি অমল দূত আর পাঠাই মঙ্গল বারতা
যেমনি ভাবা তার তেমনি কাজ গিরিমল্লী দিয়ে মেঘে অর্ঘ্য
স্বাগত জানালো সে, যক্ষ, মেঘবরে বিনয়মাখা শ্লোকে, বচনে।

৫

হায়রে কি মূরতি, বাতাস-ধোঁয়া-জল কেবলি এ-তিনের সমাহার—
কীসের বদলে কী? যা আমি মেঘে দেখি মানুষ—জ্ঞানবান রচনা
আমারি বাগ্রতা ভোলায় বিবেচনা এবং ক'রে তোলে বিমূঢ়
চেতনে-অচেতনে অভেদ মনে হয় আমার মতো পাকে পড়লে।

৬

ও মেঘ, জানি আমি জাতকপত্রিকা, ভুবনবিখ্যাত পুষ্কর
তোমার নাম জানি তোমার গুণপনা ইচ্ছামতো পারো উড়িতে
প্রধান ইন্দ্রের ও মেঘ, প্রিয়া দূরে, তোমার কাছে তাই প্রার্থী—
ক্ষতি কী গুণবানে বিফল হই যদি, অধমে গ্লানিময় যাচ্ঞা।

৭

ও মেঘ, তুমি প্রভু শরণ তাপীজনে দয়ায় তুলে নাও বার্তা
এবং ব'লো সবই প্রিয়ার কাছে খুলে দৈবপ্রতিকূলবিচ্ছেদ
যাবে তো অলকায় যক্ষপুরী তার বাগানে রমণীয় প্রাসাদের
গায়ের' পরে শিবশিখরচন্দ্রের দারুণ আলো এসে পড়েছে।

৮

আকাশে হলে তুমি সহজে ভাসমান পথিকবনিতারা দেখবে
হাওয়ায় খুলে চুল, এবং মনে আশা ; চুকবে পরবাস স্বামীদের
এখন ফিরে আসা, এখন চলা ঘরে—তোমায় দেখে কার পক্ষে
প্রিয়ার কথা ভুলে, নীরবে নত থাকা, আমার মতো কেবা পরাধীন?

৯

যেমন অনুকূল বাতাস বহে নেয় তোমাকে ধীরে ধীরে অদূরে
এবং বামে শোনো চাতক কথা মধুর দেখো তার মহিমা
তেমনি বলাকার পাখায় ফুটে ওঠে মিলনমেলা অতি নিকটে
মালায়-ভাষা পাখি সুঠাম সেবা করে মধুরে মনোহর তোমাকে।

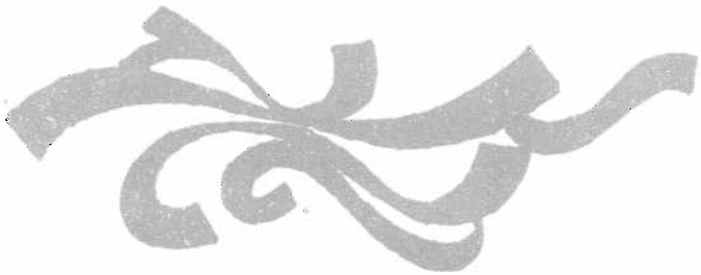

১০

অবাধগতি মেঘ, তবুও ত্বরা ক'রে ভ্রাতার জায়া দেখে আসবে
শাপের কাল গুণে নিভৃতে বেঁচে আছে এমনি সাধ্বী সে-রমনী
প্রায়শ নারীদের কোমল হৃদি ভাঙে বিরহে-বিচ্ছেদে সহজে
ভাঙার আগে তাকে হয়তো বেঁধে রাখে আশার লতারাশি বাঁধনে।

১১

তোমারই প্রভাবে এ-পৃথিবী উর্বরা এবং জাগে নীল ছত্রাক
তোমারই মেঘ-গান শুনে ও সচকিত মানসমুখী রাজহংস
আকাশে মেলে দেবে নন্দে পাখা তার লক্ষ্য কৈলাস সুদূরের
তাদের ঠোঁটে আছে সবুজ মৃণালের স্বচ্ছ কতিপয় দণ্ড।

১২

এবং যেতে-যেতে জড়িয়ে ধ'রে বলো, বিদায় দাও ওগো বন্ধু—
তোমারি রামগিরিমেখলা বরষায় পেয়েছে রঘুপতি-স্পর্শ
তোমাকে কাছে পায় কাতর বর্ষায় মোচন করে সুখ অশ্রু
দীরঘ বিরহের অকাল কেটে যায় তোমার মিলনের সঙ্গে।

১৩

ও মেঘ, কানে শোনো সঠিক বিবরণ যাবার অনুকূল পন্থ
তোমার সম্মুখে এবং সাবধানে এখনি শোনো সব বার্তা
ক্লান্ত যদি হও একাকী পথে যেতে পাহাড়ে ক্ষণিকের বিশ্রাম
পা ফেলে নেবে ঠিকই, এবং পান ক'রে সহজ জল নদীসমূহের।

১৪

আকাশচারী কোনো দেবীর মনে হবে তখনি চোখ তুলে সহসা
বাতাস নাকি ওই উড়িয়ে নিয়ে যায় পাহাড়চূড়া তার স্থিরতার!
আমার কথা শোনো, এড়িয়ে দিঙ্‌নাগে তোমার যাওয়া ভালো উত্তর
এবং এই বেতবনের মায়া থেকে তোমার যাত্রার শুরু হোক।

১৫

তোমার সম্মুখে সহসা বল্মীকস্তূপের বুক থেকে কী শোভায়
রত্নমেশা আলো রঙিন ধারাবাহী ঢেলেছে রামধনু আকাশে
তোমার গাত্রের শ্যামলে পড়ে যেন দেখায় চিন্ময় বিষ্ণু
ময়ূরপুচ্ছের ভূষণে সুশোভিত সে গোপীবালকের কান্তি।

১৬

সফল কৃষি থাকে তোমাতে ভর করে, গ্রামের বধূ দেয় দৃষ্টি—
তোমার পানে চায়, তৃষ্ণা ভুলে যায়, পরমপ্রীতি তারই উষ্ণ
সকলি তোমা-প্রতি, যখনি তুমি যাবে নতুন হল-দেওয়া ক্ষেত্রে
সেখানে কিছু দেবে এবং পশ্চিম, পিছনে ফেলে যাবে উত্তর।

১৭

তোমার গুণগান সকলে করে, তুমি সাদর ঠাঁই পাবে শিখরে
কারণ বর্ষণে তুমিই সান্ত্বনা আম্রকূটে কালবহ্নির
এবং এও জেনো, ক্ষুদ্র হোক, তবু একদা উপকারী বন্ধু
দেবেই দেবে ঠাঁই, আম্রকূট—সে যে স্থাপিত হয়ে আছে উচ্চে।

১৮

আমের গাছে এই পাহাড় ভরে আছে এবং ফল দোলে পক্ক
আকুল পাণ্ডুর মধ্যে তুমি মেঘ এলায়ে দিলে শ্যাম কেশপাশ
কেমন মনে হবে? অমরদম্পতি স্মরণে আনে তার ভাগ্য—
ধরণী মা আমার যেনবা দেখা যাবে অদূর-দূর ওই স্তনভার।

১৯

এখানে পর্বতকুঞ্জে বনচরবধূর কাছে ক'রে বর্ষণ
পৌঁছে যাবে গিরি বিন্ধ্যে দ্রুতগতি এবং নিচু হয়ে দেখবে
হাতির গায়ে ভূতি—নক্‌শা যেন আঁকা পাথরে বঙ্কিম ভঙ্গি
ওই তো নর্মদা ক্ষীণা ও খরতোয়া রেবার নামে আছে খ্যাতি যার।

২০

যেমন তুমি দেবে তেমনি তুলে নেবে রেবার জল থেকে সুরভি
গজের স্রাববাহী প্রবাহ বাধা পাবে জম্বুকুঞ্জের সমুখে
ও মেঘ সারবান, তোমাকে হারাবে কি চটুল বাতাসের ঝঞ্ঝা
অসার শূন্যতা জগতে অতিলঘু, পূর্ণ জানে কীসে গৌরব।

২১

কৃষ্ণসার মৃগনয়ন তুলে তার আধেক ভাসা ফুল কদমের
সবুজে-তামা মেশা বর্ণ দেখে বোঝে ও মেঘ তুমি তারই নিকটে
এবং ভুঁইচাঁপা কন্দ খেয়ে জানে মাটির নতুনতা, গন্ধ—
তোমার দেরি নেই, হয়তো এসে গেছো সহসা পশ্চিম গগনে।

২২

আমার অনুমান, ও মেঘ প্রিয়সখা, যদিও দ্রুতগতি মনোভাব
তবুও কাল যাবে, পাহাড়ে—পথে পাবে বনজকুসুমের গন্ধ
এবং জলভার নয়ন ময়ূরের, তোমায় বাধা দেবে আর্তি
তবুও ত্বরা ক'রো আমার অনুরোধ যতটা দ্রুত যাওয়া সম্ভব।

২৩

তোমার আগমনে পূর্বমালবের বাগান-বেড়া ঘিরে কেতকী
ছায়ায় পাণ্ডুর, আকুল গাছে গাছে পাখিরা বাসা বাঁধে তখনি
তোমার আগমনে শ্যামল হবে বন প্রান্তে জম্বুর কুঞ্জ
ললিত পাকা ফলে এবং বসবাস সেখানে হংসের কিছুদিন।

২৪

ভুবনবিখ্যাত মধুর রাজধানী বিদিশা গিয়ে তুমি থামবে
এবং সবই পাবে, প্রেমিক যাহা চায়—ভুরুর ভঙ্গি কী অপরূপ
বেত্রবতী নদী, প্রখর তার জল এবং তটে গিয়ে পড়ছে
প্রধান মনোহর স্বাদুর শিরোমণি তৃষ্ণা মেটাবে সে-জলাধার।

২৫

নীচে পর্বতে বসতি করো তুমি না-হোক কিছুকাল, বন্ধু
তোমার মিলনের জন্য যেন কেলিকদম ফোটে গাছে প্রভূত
এখানে প্রকটিত যৌব-কামনার প্রতীক নাগরিক বিলাসে
যেনবা শিলাঘর মত্ত হয়ে আছে অঙ্গসৌরভে রমণীর।

২৬

কাটিয়ে কিছুকাল, বাগানে নদীতীরে জুঁই-এর কুঁড়ি দিও ভিজিয়ে
পুষ্পচয়িকা যে কপোলে স্বেদ মুছে করেছে স্নান তার কর্ণ
রূপসী সেই মুখে করবে ছায়াদান গরমে দুরূহ যে শ্রম দেয়
এবং ক্ষণকাল আলাপচারিতার পরেই প্রিয়সখা চলবে।

২৭

তোমার পথ প্রিয় প্রকৃত উত্তরে—ঘটনা করে যদি বক্র
কিছুতে ভুলবে না, নেবেই পরিচয়, প্রাসাদপুরী ওই নগরীর
উজ্জয়িনী নাম, নগরবাসিনীর বিলোল বিদ্যুৎ চাহনির
না যদি কৃপা মেলে, না যদি লাগে ভালো—তোমারি বঞ্চনা দুষবে।

২৮

তোমার পথে যেতে সে-নির্বিন্ধ্যার স্খলিত রূপবান অঙ্গে
বিহগ-রঙ্গিলা কাঞ্চীদাম আর জলের ঘূর্ণিত নাভিতল
রূপসী নদী চলে প্রণয়প্রার্থিনী, তুমি কি নেবে না তা তা বক্ষে?
কেবল ভঙ্গিতে প্রণয় ধরা দেয় এমনি অভ্যাস নারীদের।

২৯
ভাগ্যবান তুমি, ও মেঘ, এই নদী বিরহলক্ষণে ভরপুর—
যেমন বেণী তার এ-ক্ষীণা জলধার, পাতায় পোড়ো অতিপাণ্ডুর
এবং সে দেখায় প্রবাসী তোমাকেই তা[illegible]ীরূপ তার কারণে
এখন তুমি তার কৃশতা ঘুচাবার উপায় বার করো মস্ত।

৩০
আগেই বলেছি এ-শ্রীময়ী নগরীর বিশালা নাম রাজধানীতে
গ্রামের বৃদ্ধেরা সকলে কথা বলে—রাজার নাম ধরে উদয়ন
সুকৃতকর্মের সফল অবশেষে মর্ত্যে ফিরে এলে, তখনি—
আনেন সহচর ভূমির খণ্ডকে স্বর্গবাসী সব প্রিয়জন।

৩১
সেখানে প্রত্যূষে শিপ্রানদী বয় সারস-ধ্বনি নাকি কলনাদ
সুদূর বাতাসের সঙ্গে মিশে-থাকা ফুটিত পদ্মের গন্ধ
সে-সুখ-ছোঁয়া লাগে মিলনপ্রার্থীর চটুল বচনের মধ্যে
এবং নারীদের সুরতগ্লানি দূর—যখন কাছে আছে বল্লভ।

৩২
ধূপের ধোঁয়া, যাতে কেশের সংস্কার—তোমার দেহ হবে বৃদ্ধি
তেমনি সুরভিতে, ভবনশিখিগণ ললিত নাচ দেবে উপহার
বিপুল প্রাসাদের কুসুম বুকে নেবে আল্‌তা-রঞ্জিত চরণের
শ্রীময়ী ছাপ আর এসব দেখেশুনে তোমার শ্রম বুঝি কাটবে।

৩৩
যখন যাবে মহাকালের মন্দিরে, প্রমথগণ শুধু দেখবে
কারণ তুমি যেন তাঁহার কণ্ঠের বর্ণ অপরূপ সুষমা
এবং নারীগণ ক্রীড়ায় স্নান করে কমলপরাগের গন্ধে
বাতাস বহমান, গন্ধবতী নদী, সেখানে উদ্যানসমূহে।

৩৪
ও মেঘ, যদি যাও কালের মন্দিরে উচিত সময়ের পূর্বে
তোমার থাকা ভালো সেখানে, পশ্চিমে তখনো তাঁর আছে অস্তি
কেননা পটহের কাজটি করণীয়, সন্ধ্যা অর্চনে গৌরব
তোমার হবে ঠিকই, এবং লাভ করো পুণ্যফল অতি সহজে।

৩৫

সেখানে দেবদাসী চরণপাতে ক'রে লীলায় মেখলারে ধ্বনিত
নৃত্যসহকারে দোলাবে রত্নের প্রভায় মণ্ডিত চামর-ই
তাদের নখক্ষতে সুখের পরশন প্রথম বর্ষার বিন্দু
সহসা পেয়ে দেবে জলদ তোমাকেই ভ্রমরপঙ্‌ক্তির দৃষ্টি।

৩৬

সন্ধ্যাপূজা হলে নাচেন পশুপতি, তখনি তুমি হবে রক্তিম
জবার মতো হবে যখন বহুভুজ দেবতা, নৃত্যের রূপবান
দেখাবে যেন গাছ উঠেছে মাথা তুলে, ইচ্ছা তুমি গজচর্মের
এসবই দেখবেন ভবানী নিশ্চলনয়ানে অপরূপ ভক্তি।

৩৭

আঁধারে নগরীর দৃষ্টি বাধা পায়, অভেদ রাজপথে রমণীর
প্রণয় আছে তাই প্রণয়ী-গৃহে যায়—সরল পথ তুমি দেখাবে
নিকটে কনকের রেখার মতো আছে তোমার মেঘে-ঢাকা বিদ্যুৎ
এবং ভীরু তারা—দেবে না বৃষ্টি বা হঠাৎ ক'রে মেঘগর্জন।

৩৮

ক্লান্ত বারবার হবেন চিক্কুরে তোমার বিদ্যুৎপত্নী
যাপন করো রাত যেখানে পারাবত ঘুমিয়ে আছে কোনো ভবনের
ছাদে ও রাত গেলে আবার ভ্রমণের কার্যসূচী তুমি রাখবেই
বন্ধুকৃত্যের শপথ নিয়ে শোনো অযথা দেরি কেউ করে না।

৩৯

তখন খণ্ডিতা রমণী আঁখিজল শান্ত করবেন প্রণয়ী
তোমার কাজ হবে তখনি সরে যাওয়া সৌরপথ ছেড়ে স্বেচ্ছায়
কারণ নলিনীর কমলনয়ানের অশ্রু যেন হিম ক'রে দূর
তবেই সান্ত্বনা, তোমার বাধা পেলে হবেন তিনি অতি ক্রুদ্ধ।

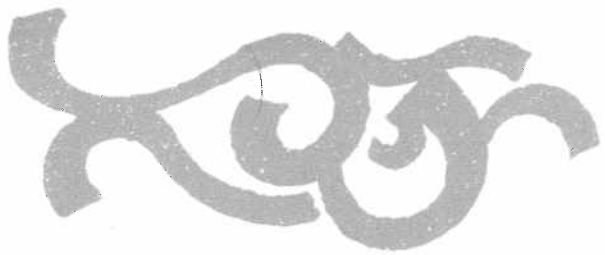

৪০

স্বভাবসুন্দর তোমার ছায়ারূপ নদীর জলে গিয়ে পড়বে
এবং জলে যেন চটুল পুঁটিমাছ নদীর বাহুয় চাহনির
অর্থ গূঢ় করে, জানি ও গম্ভীরা অমল প্রেমময় চিত্ত
তোমাকে চায়, দেখো কিছুতে নাহি হয় বিফল বঙ্কিম কামনা।

৪১

বেতসশাখা জলে পড়েছে হেলে যেন বসন ধরে আছে হাতে তার
ঈষৎ সরিয়ে তা দেখায় দুই তটে উতল উরুযুগে বহমান
দারুণ কীর্তির স্তম্ভে বাঁধা পড়ে তোমার উজ্জ্বল দৃশ্য—
যে স্বাদ জেনেছে সে কেমনে ছেড়ে যাবে এমন লোভনীয় বন্ধন।

৪২

এখন দেবগিরি, যেখানে যাবে তুমি, তোমার বৃষ্টিতে উচ্ছ্বাস
ভূতল সুবাসের সঙ্গে সুশীতল বাতাস বসে যার গঠনে
হস্তী শুঁড় তুলে নাসায় ঠিকই নেবে নবীনমনোহর গন্ধ
তুমি তো জানো মেঘ বন্য ডুমুরেরা অমন বাতাসেই পক্ক।

৪৩

সেখানে কার্তিক করেন বসবাস তাঁহার গাহনের জন্যে
তোমার রূপ হোক স্বর্গগঙ্গার মতন ফুলমালাপূর্ণ
তিনিই বাসবের সেনানী রক্ষার শিবের ভারে হন প্রভাবান
প্রখর সূর্যের চেয়েও তিনি যেন অগ্নিমুখো আরো তেজোময়।

৪৪

তোমার মেঘনাদ পাহাড়ে লেগে ফেরে ময়ূর নাচাবে সে-পাবকির
ললাটে-চন্দ্রের কিরণে ধুয়ে হবে নয়ন ময়ূরের স্বচ্ছ
ভবানী স্নেহে ধ'রে দীপ্তিমান, চ্যুত যতেক পড়ে-যাওয়া পুচ্ছ
পরেন কানে তাঁর সঙ্গে মিশে থাকে একটি দল নীল পদ্মের।

৪৫

জাতক শরবনে দেবতা কার্তিকে স্মরণ ক'রে তুমি চলবে
এবং বীণাপাণি সিদ্ধদম্পতি জলের ভয়ে ভীত যাবে দূর
রন্তিদেব দেন গোমেধযজ্ঞের আহুতি, নদী যেন রক্তের
ভূতল প্রবাহিত, তাহার সম্মানে নদীর বুকে তুমি নামবেই।

৪৬

বর্ণচোরা তুমি শার্ঙ্গী কৃষ্ণের যখন জল নিতে নামবে
আকাশচারিগণ দেখবে দূর থেকে—বিপুল নদী ঐ মিথ্যে
যেন বা ক্ষীণ ঐ পৃথিবী বুকে ধরে সুতোর মতো একনরী হার
এবং সেই মালা মধ্যে দ্যুতিমান নীলার শ্যামনীলকান্তি।

৪৭

চর্মন্বতী পার হলেই দশপুরবাসিনী চোখে মেঘবিম্ব
পড়বে, তারা আঁখিপক্ষ্ম মেলে দ্যাখে অলস ভ্রূবিলাসে রপ্ত
যেনবা মনে হবে ভ্রমর ছুটে যায় কুন্দকুসুমের পিছনে
তেমনি চঞ্চল শুভ্র আঁখিপাতে কৃষ্ণতারকার উপমায়।

৪৮
এখন জনপদ ব্রহ্মাবর্তের উপরে ছায়া তুমি ফেলবে
এবং যাবে সেই কুরুক্ষেত্রের ক্ষত্রযুদ্ধের স্মৃতিময়
ভূমির মুখোমুখি, যেখানে অর্জুন একদা শরাঘাতে চণ্ড
যেমন তুমি আজ, তেমনি করেছেন কমলমুখে শরবৃষ্টি।

৪৯
হে জ্ঞানী, তুমি জানো কুরু ও পাণ্ডবে সমান প্রীতিকামী বলরাম
কারণে রুচিহীন ছিলেন ও-সমরে, রেবতীনয়ানের তুল্য
সুরার স্বাদুতায় না ভুলে পান করে ছিলেন নদীজল যেমনি
তুমিও পান ক'রো সরস্বতীজল পুণ্য হবে, রবে কৃষ্ণ।

৫০
এবার তুমি যাবে যেখানে কন্‌খলে ভূতলে পা রাখেন গঙ্গা
সোপান যেন তিনি স্বর্গারোহণের সাগরপুত্রের জন্য
গৌরীবদনের ভ্রূকুটি ছোট করে ঊর্মিময় বরহস্তে
চন্দ্র ঢেকে, জটা আড়াল ক'রে তিনি বাঁচান শিবদেব মহিমা।

৫১

যেনবা সুরগজ লম্বমান নভে এবং আধখানা গঙ্গায়
এমন আড়ভাবে পারো তো পান করো গঙ্গাধারাজল স্ফটিকের
তোমার ছায়া স্রোতে ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে কী শোভা ধরে মনোহর
অথবা মনে হবে হঠাৎ অযাচিত গঙ্গা-যমুনারই সঙ্গম।

৫২

কাতর মেঘ তুমি বন্ধ করো পাখা এবং হিমালয়ে বিশ্রাম
কিয়দ্দিন নাও শুভ্র তুষারের আবাস, সুবাসিত পাথরে
বসেন কস্তুরী মৃগেরা দিন রাত—তুমি সে-পর্বত শিখরে
দেখাবে যেন কাদা খুঁচিয়ে তোলে শিং-এ শিবের শ্বেতবৃষ তখনি।

৫৩

হঠাৎ বায়ু যদি, দুজন দেবদারু ওঠাতে পারে ভারি অগ্নি
এবং তারই ফলে চমরী কেশ জ্বলে হিমের গৃহ পুড়ে ছারখার
তখন নিশ্চিত নেভাতে তাকে তুমি অকূল বারিধারা ঢালবে
কেননা পীড়িতের পক্ষে কাজ ক'রে তবেই মহতের মহিমা।

৫৪

হয়তো তুমি পথ ছেড়েই দিলে, তবু রুষ্ট শরভেরা সকলে
তোমায় একযোগে মারতে যাবে আর মরবে ভেঙে পদঅষ্ট
তবুও, তুমি দেবে তুমুল শিলা ফেলে ওদের সকলের শীর্ষে
যে-কাজ নিষ্ফলা তাহার পিছে ছুটে সবাই সংগ্রামে হেরে যায়।

৫৫

সেখানে স্পষ্টত পাথরে আঁকা দেখো মৌলি চরণের চিহ্ন
সিদ্ধ পূজা দেন, তুমিও তাহা ঘিরে ভক্তি নম্রতা দেখাবে
জানো তো বিশ্বাসী যেজন তার পাপ তখনি ধুয়ে যায় পুণ্যে
তোমারো দেহ গেলে দেহের পরে পাবে অমর অক্ষয় দেবপদ।

৫৬

কীচক বাঁশে বাজে মধুর বাঁশি যদি বাতাস এসে লাগে গায়ে তার
সেখানে কিন্নরকণ্ঠে গান হয় ত্রিপুরবিজয়ের সংগীত
তোমার মেঘনাদ মুরজ মনে হবে ধ্বনিত পর্বতগাত্রে—
তাহলে, সবই হলো শিবের সংগীত তোমার সুখ্যাত পক্ষে।

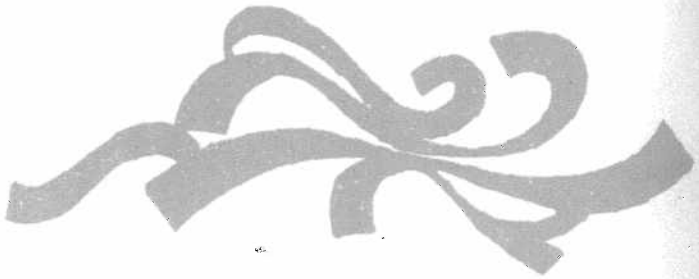

৫৭

পেরিয়ে হিমতট সকল বস্তুর ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের সমুখে
তোমার স্থিতি, এই দরজা হাঁসেদের, পরশুরাম জয় করেছেন
রন্ধ্রে তুমি যাবে যেভাবে শ্যামপদে দমন করেছেন বিষ্ণু
বলির মহাতেজ, তেমনি কোনাকুনি তোমার উত্তর-প্রয়াণে।

৫৮

এবার কৈলাসে অতিথি হয়ো তুমি স্বর্গনারীদের দর্পণ
একদা সানু যার শিথিল হয়েছিলো রক্ষরাজনের হস্তে
পাহাড় শাদা যেন কুমুদ ফুটে আছে শৃঙ্গ করে দিক ব্যাপ্ত
কিংবা যেন শিব হাসির সঞ্চয়ে পাহাড় স্তূপ হয়ে উঠেছে।

৫৯

তোমার সুন্দর যেন বা দলামোছা শ্যামল অঞ্জন দুচোখের
তোমার সুন্দর যখন তুমি গেলে শুভ্র কৈলাস সানুতে
হয়তো মনে হবে শ্যামল বস্ত্রের খণ্ড বলরাম বহে যান—
যেমন শোভা তার, তোমাকে লোকে যেন নিমেষহারা চোখে দেখবে।

৬০

সহসা যদি দেখো শিবের হাতে নেই সাপের কুণ্ডলী জড়ানো
গৌরী কাছে আছে, হয়তো কৈলাসে ভ্রমণ করে সুখে দুজনায়
তখনি তুমি যাবে স্থগিত ক'রে জল এবং নিজদেহে রচনা
করবে সিঁড়ি যাতে গৌরী-হর যান ঊর্ধ্বে মণিতটে সহজেই।

৬১

সেখানে সুরনারী বলয় খোঁচা দিয়ে প্রয়াসে জল কিছু কাড়বে
এবং নিশ্চিত তোমাকে পরিণত করবে ধারাগৃহ যন্ত্রের
হে সখা যদি তারা কিছুতে নাহি ছাড়ে তোমাকে পেয়ে এই গরমে
ক্রীড়ায় রতাদের দেখিও ভয় সখা দারুণ মেঘে ক'রো শব্দ।

৬২

ও মেঘ পান করো মানসহ্রদজল, স্বর্ণকমলের প্রসূতি
ক্ষণেক ঢাকা দিয়ে ঐরাবতমুখ তাকেও করে তুলো হৃষ্ট
সূক্ষ্ম তন্তুর মতন পল্লবে পারলে দিও তুমি সুবাতাস
কল্পবৃক্ষের এবং এইভাবে সহজে ভোগ করো কৈলাস।

৬৩

স্বেচ্ছাচারী মেঘ, এও কি সম্ভব, তোমার দেরি হবে চিনতে
অলকাতিলকার বসনে শিথিলতা গঙ্গা যেন কোলে প্রণয়ীর
স্রস্ত, ঘোরলাগা—অলকে ধরে যেন রমণী জালে মণিমুক্তা
তেমন এ-সুকালে তোমার ধরা দেওয়া বৃষ্টিবাহী মেঘপুঞ্জে ॥

উত্তরমেঘ

১

প্রাসাদে সুন্দরী তোমার চিকুর, ইন্দ্রচাপ তার ছবিতে
এবং মেঘনাদ মুরজধ্বনি যেন গহনজল মণি-ভূমিকা
যেমন উঁচু তুমি আকাশ ছুঁয়ে যাও তেমনি জিভে চাটে প্রাসাদও
এমন সর্বতোভাবের দ্যোতনায় অলকা আপনার সঙ্গী।

২

যেখানে বধূদের হস্তে লীলা-কমলেরা ও নবজাত কুন্দে
অলক সুশোভিত, লোধ্রকুসুমের রেণুর পাণ্ডুর বর্ণে
মুখচ্ছিরি ম্লান কেশের কুরুবকে কর্ণে সুন্দর শিরীষে
এবং সব ছেপে সিঁথির পরে জাগে কদম কেশরের বৃষ্টি

৩

যেখানে ফুল আছে সকল গাছে আর ভ্রমর করে তাকে মত্ত
যেখানে নলিনীর পদ্ম ঘিরে যেন মেঘলা হংসের শ্রেণী ওই
ভবনশিখী তার কণ্ঠ তুলে ধরে—পুচ্ছে উজ্জ্বল সুষমা
এবং সন্ধ্যায় জ্যোৎস্না আছে বলে আঁধার দূরে অবরুদ্ধ।

৪

যেখানে প্রাসাদের স্ফটিক গৃহতলে তারার ছায়া এসে পড়েছে
এবং সেই ছায়া নক্‌শা ধরে কত, সেখানে নারীদের সঙ্গে
যক্ষ পান করে কল্পবৃক্ষের স্বপ্নজাত নীল মদ্য
আহা কী সঙ্গতে তুমিও বাজো মেঘ মৃদং যেন ওই গভীরে।

৫

যেখানে বাতাসের শীতল ছুটে আসে নিকটে রয়েছেন গঙ্গা
সেখানে তাঁর তীরে, রূপসী, খেলা কী রে? মাদারতরু যতো উচ্চে
তাদের ছায়া দেয়, সোনার বালুকায় লুকিয়ে রাখা মণিমুক্তো
এভাবে খেলা থেকে কী খোঁজা ধুলো মেখে, রূপসী কোন্ সুখে, রঙ্গে?

৬

আকুল অনুরাগে ক্ষিপ্র হাত টানে সহসা যদি নীবীবন্ধন
ক্ষৌমবাস খসে, কী কাজ প্রণয়ীর! বিমূঢ় লজ্জায় নারীরা
হাতের মুঠি ভরে আবীরে কুঙ্কুমে নেভাতে চায় দ্রুত অগ্নি
কিন্তু নিষ্ফল—রত্নদীপ জ্বলে তাদের কৌতুকে পোড়াতে।

৭

যেখানে বাতাসের তাড়না খেয়ে মেঘ লুকোয় প্রাসাদের ভিতরে
সপ্ততল তার কীভাবে করে ছার ছবির সমাহার ভিজিয়ে
এবং ভয় পেয়ে তখনি যেতে চায় ধোঁয়ায় ঘরদোর ডুবিয়ে
জানলা গলে যায়—পিছনে নাহি চায় দেহকে করে তোলে শীর্ণ।

৮

এবং তুমি গেলে আকাশে ফুটে ওঠে চাঁদের রূপময় জ্যোৎস্না
তখন মাঝরাতে লুপ্ত করে গ্লানি অঙ্গে যে-আবেশ মাখানো
শিথিল রমণীর দেহটি পড়ে আছে প্রিয়ের বাহু-বুক ঘিরিয়া—
চন্দ্রকান্তের হৃদয়-ভরা জল ক্লান্তি মুছে দিয়ে থাকবে।

৯

যেখানে অক্ষয় ধনের অধিকারী কামুক যক্ষের আলাপন
বাগানে, বৈভ্রাজনামক উদ্যানে বিহার করে দেব-বেশ্যা
নিত্য, প্রতিদিন বহুক্ষণ ধরে যক্ষ করে তাকে সঙ্গী
এবং কিন্নরকণ্ঠে গান করে কুবের মহামতি দেবতার।

১০

গমন-কম্পনে অলক হতে খসে মন্দ মন্দারপুষ্প
এবং খসে পাতা, কমল ঝরে যায় কানের থেকে নিচে, মাটিতে
স্তনের তটে ছেঁড়ে মুক্তাহার ছড়া—যখন দ্রুততার জন্য
সূর্যোদয় হলে দেখতে পাই পথ যেখানে রাত্রের অভিসার।

১১

যেখানে বাস করে স্বয়ং মহাদেব কুবের-সখা তিনি, বন্ধু
সেখানে মন্মথ ধনুক ছেড়ে দেন—ভ্রমর-পঙ্‌ক্তির রচনা
চতুর বনিতার নয়ন ভ্রূবিলাসে ঘটান যেন তিনি বিভ্রম
অমোঘ শরপাত পীড়িতে কামিজনে হৃদয় করে শুধু লক্ষ্য।

১২

কল্পবৃক্ষের নিকট থেকে পায় যেখানে নারী তার সজ্জা
বসন কতো পায়, মদ্য খেলে হায় নয়নে ফোটে নীল অগ্নি
শুধুই কিশলয় কিছুতে নাহি হয় সঙ্গে থাকে কুঁড়িপুষ্প
এবং আল্‌তায় ওরা যে পা রাঙায়, পদ্ম তার কাছে তুচ্ছ।

১৩

সেখানে আমাদের অমল মণিময় তোরণ দূর থেকে দেখবে
আকাশ ছুঁয়ে আছে, ইন্দ্রধনু যেন এবং প্রাসাদের প্রান্তে
যক্ষ-কান্তার যতনে বর্ধিত পুত্র যেন ওই মন্দার।
ফুলের ভারে নিচু, তুমিও হাতে পাবে, এমনি সানুনয় ভঙ্গি।

১৪

সেখানে সরোবর সকল ধাপ যার বাঁধানো মরকতমণিতে
এবং ঢেকে আছে হরিৎ-রঙা নাল সোনার পদ্মের সুষমায়
সেখানে ভাসমান সংখ্যাহীন হাঁস তোমায় দেখে তবু যাবে না
অমল জল-ভরা মানস সরোবরে, বরষা-ভয়ে ভেসে থাকবে।

১৫

প্রিয়ার সরোবর-নিকটে আছে তার খেলার উপযোগী পর্বত
সোনার কলাগাছ ঘিরেছে, মনে হয়, ইন্দ্রধনু ঢেকে রেখেছে
ও মেঘ, বান্ধব তোমার চারিদিকে বিজুলি থেকে-থেকে দেখে আজ
আমার মনে পড়ে পাহাড় তোমাকেই আমার প্রেমিকার বন্ধু।

১৬

সেখানে কুরুবক ঘিরেছে মাধবীর কুঞ্জ পাহাড়ের উপরেই
অশোক আছে তার রক্ত ফুল নিয়ে দোসর বকুলের সঙ্গে।
যেমন বাম পদ ভিক্ষা করি আমি তেমনি অশোকের লিপ্সা
এবং আন-ফুল বকুল শুধু চায় বদনমদিরায় ভিজতে।

১৭

অশোক-বকুলের মধ্যে দাঁড় যার স্ফটিক পিঁড়ি আর ফলকের
নিম্ন মণিময়, সোনার দাঁড় যেন বাঁশের আধপাকা দৃশ্য
দিনের শেষে যদি ও মেঘ বসে এসে ময়ূর মেলে তার পুচ্ছ
আমার কান্তার বলয় শিঞ্জন এবং করতালি নাচাবেই।

১৮
নিপুণ মেঘ তুমি কিছুতে ভুলবে না তোমার মনে যাহা গ্রথিত
আমার উপকার, দেখবে দরোজার উপরে পদ্ম ও শঙ্খের
চিহ্ন, যেন আহা হয়েছে ছিরিহীন ভবন জেনো কার বিহনে
সূর্য যদি নেই পদ্ম কিসে রাখে নিজের শোভা আর কীর্তি?

১৯
ও মেঘ, দেহ নেবে হস্তিশাবকের মতন সুবিধার জন্য
বসবে মনোহর ছোট্ট পাহাড়ের উপরে সানু দেখে নিম্নে
অল্প প্রকাশিত যেমন খদ্যোত তেমনি বিদ্যুৎ-স্ফূরণে
পাঠাবে চোখ তুমি, দেখবে ভবনের ভিতরে যাহা কিছু পড়ছে।

২০
সেখানে একহারা যুবতী শ্যামা অয়ি দশনপাঁতি যার সূক্ষ্ম
ওষ্ঠ তেলাকুচো ফলের মতো পাকা, মধ্যে ক্ষীণ, চোখ হরিণীর
মতন সচকিত, নিম্ননাভি যার, স্তনের ভারে রূপ নম্র—
তিলোত্তমা তিনি সকল যুবতীর, বিধাতা সেইমতো গড়েছেন।

২১

তাহার সহচর যেহেতু দূরে আছি, সে যেন চখী একা পক্ষী
অল্প কথা বলে এবং তুমি তাকে দ্বিতীয় প্রাণ বলে দেখবে
অনেক দিন হলো বিরহগুরুভার আমার কথা ভেবে ক্লান্ত
রমণী প্রিয়তমা শিশির-ভেজা ঐ নলিনী হারিয়েছে রূপ তার।

২২

অনেক কান্নার দরুন ফোলা চোখ, অধরে সমাসীন মলিনার
আধেক ঢাকা থাকে লম্বমান চুলে আধেক খোলা যেন হিরণ্য
আপন করতলে স্থাপন ক'রে মুখ সে যেন অদেখাকে দেখছে
মেঘের ছায়া পড়ে যেমন চাঁদে, তার মুখেও সেই ছায়া পড়ছে।

২৩

তোমার চোখ যাবে অচিরে তার দিকে, পূজায় বসেছে সে নিশ্চয়
অথবা মনে মনে আমার ছবি আঁকে বিরহে ক্ষীণ আমি বহুধা
কিংবা পিঞ্জরে মধুর সারীটিরে শুধায়, ও রসিকা—মনে নেই
একদা প্রিয়া তাঁর এখন হাহাকার, কী ক'রে ভোলা যায় তাঁকে আর?

২৪

ও মেঘ, তুমি সেই মলিনবসনার কোলের বীণাখানি দেখবে
কেবলি ভেজে তাহা প্রিয়ার আঁখিজলে আমার নামগান করতে
যত না জল পড়ে ততোই বিহ্বল হাতে সে মোছে ঐ তন্ত্রী
এবং ভুল করে সহসা ব্যথা পায় বাজায় বীণা কোনরকমে।

২৫

ভাবো তো সেই মেয়ে দাবায় ফুল রাখে এবং গোনে সবই দৈনিক
বিরহ-বরষের কবে যে অবসান এভাবে শুধু দিন গুনছে
অথবা মনে মনে হৃদয়ে ভরে রেখে পতির সহবাস পুণ্য
কী আর করে সখা, প্রেমিকবিরহিত—উপায় কিবা তার বিনোদের।

২৬

ও মেঘ, সখি তোর অনেক কম পাবে বিরহজ্বালা কাজে, দিবসে
রাত্রে গুরুতর শোকের সমাবেশ, রাত্রে মনেপড়া অসহ
তাহার ঘুমহীন দুচোখ ভরে থেকো প্রাসাদবাতায়নে বসিয়া
এবং বলো তাকে যে-ভূঁয়ে শুয়ে থাকে—আমার সংবাদ বাড়িয়ে।

২৭

অবশ এক কাৎ-এ শুয়ে যে অতি রোগা আমার প্রিয়তমা পত্নী
দেখায় যেন চাঁদ মাত্র কলাময় অদূর পূর্বের আকাশে
একদা দুজনার রাত্রি মনে হতো নেহাৎই ছোট একরত্তি
এখন সে-রাতের দীর্ঘ দেহ তার অশ্রুপাতে শুয়ে কাটছে।

২৮

আগের ভালো লাগা স্মৃতির ভারে আঁখি চাঁদের দিকে
ভেসে গিয়ে ফের
তখনি ফিরে আসে—শীতল যেন নেই সেদিন চাঁদে আছে অগ্নি
শোকের ঢল নেমে চক্ষু ভরে যায়, পক্ষ্মে জল থাকে জড়তার
যেমন মেঘময় দিনের আধফোটা জলের ধারে থলকমলা।

২৯

পাতার মতো কচি অধর পুড়ে যায়, ফলত ম্লান হয় ওষ্ঠ
এবং তেলহীন স্নানের রুখু চুল লম্বমান হয়ে দুলছে
আমার অনুমান, নিদ্রা চায় সখী স্বপ্নে যদি পায় দর্শন
কিন্তু বৃথা আশা, ঘুমের দেখা নেই, নয়ানে জল শুধু ঝরছে।

৩০

বিরহবরষের শুরুর আদি দিনে মাল্য ছেড়ে একবেণীতে
বন্দী সব চুল, শাপের শেষে আমি, শোকের শেষে তাকে খুলবো
কঠিন কর্কশ স্পর্শে ক্লেশ পাবো, দীর্ঘ নখে সে-ও বারবার
হাওয়ায় রুখু চুল কপোল থেকে দেয় আঘাত মেরে পিছে সরিয়ে।

৩১

সালংকারা নয় সকল আভরণ খুলেছে বিরহিনী গরবে
শতেকখানা দুখে কোমল দেহ তার শয্যা নেয়, পড়ে দাঁড়িয়ে
তোমাকে কাঁদাবে সে, আমার অনুমান, ও মেঘ, দেখে কেউ পারে না।
এমন দুঃখের প্রতিমা, যার মন আর্দ্র থাকে তার করুণা।

৩২

আমার প্রতি তার অসীম অনুরাগ, ও মেঘ বুঝি আমি সহজেই
তাইতো বিহ্বল বিরহকাতরার অমন ছবি আমি দেখছি
পত্নী ভালোবাসে, সেহেতু বাচালতা, সুখের অভিমান করি না
ও ভাই মেঘ, হবে সপ্রমাণ আর তুমিও যথাকথা দেখবে।

৩৩

চূর্ণ কেশপাশে ঢেকেছে আঁখিকোণ, নেই আঁখিতে
মধুর অগ্নির বিহনে ভ্রূবিলাস নাচে না কাছে এলে তুমিও
যক্ষপত্নীর নয়নে এই শোভা আমার মনে হয় দেখবে
যেমন পদ্মের রূপের নীল, জলে মাছের ঠোক্করে জব্দ।

৩৪

রসাল কদলীর স্তম্ভ যেন ঐ গৌরবর্ণের দ্যুতিমান
নখের আঘাতের চিহ্ন তাতে নেই—বিরহবাসে তা কি সম্ভব
প্রিয়ার প্রিয়, গেছে মুক্তামেখলাটি—মনস্তাপে আমি পুড়েছি
দেহের ভোগ শেষে আমার সেবা পেতো স্পন্দ্যমান বাম উরু তার।

৩৫

ও মেঘ, যদি দেখো ঘুমিয়ে আছে প্রিয়া নীরবে বসে থেকো ক্ষণকাল
ক'রো না গর্জন, স্বপ্নে হয়তো বা পেয়েছে আমাকে সে তন্বী
কোমল বাহুযুগে হয়তো আছে লেগে আমার বুকে সেই বিমূঢ়া
ভেঙো না ঘুমঘোর স্বপ্নে মিলনের দুঃখ হবে তার তীব্র।

৩৬

নিজেই জেগে যাবে, বাতাস সুশীতল এবং জলকণা তোমারই
মালতীমুকুলের মতন সুখী তাকে করবে ক্ষমাশীল বন্ধু
মানিনী ত্বরা উঠে জান্‌লাপথে তার, তোমাকে আঁখি মেলে দেখবে
লুকিয়ে মেঘনাদ ভয়ংকর রূপ কোমল স্বরে কথা বলবে—

৩৭

হে সখী অবিধবা, আমার নাম মেঘ, স্বামীর প্রিয়তম বন্ধু
তাঁহার সংবাদ তোমায় দিতে আমি দীর্ঘপথ ভেসে এসেছি
যে পথ হেঁটে-হেঁটে ক্লান্ত প্রবাসীর ইচ্ছা হয় বেণীমোচনের
যাহাতে তারা পারে ত্বরিতে কাজ করে আমার সযতন প্রয়াসে।

৩৮

তোমার সম্ভাষে তখনি তুলে মুখ সীতার মতো তিনি দেখবেন
আকুল হৃদয়ের দুকূল শূন্যতা প্রিয়ের সংবাদ-গ্রহণে
তোমাকে সম্মানে যেনবা কাছে ডেকে, প্রাপ্ত কান্তের বার্তায়
ফুল্ল তিনি যেন, প্রিয়ই এসেছেন—সমান প্রিয় তাঁর বান্ধব।

৩৯

চিরঞ্জীব মেঘ, আমার অনুরোধ, বলবে তুমি, তাঁর সহচর
বাঁচেন কোনমতে, বসতি রামগিরি, বিরহগুরুভার সহিয়া—
এসেছি আমি নিয়ে যেতেই আপনার হৃদয়-বেদনার বার্তা
বিপদ প্রাণিদের সহজে হয়, তাই শুধাই সে-বিষয়ে অগ্রে।

৪০

রয়েছে দূরদেশে তোমার সহচর, রুদ্ধ তার পথ—প্রতিকূল
এবং কৃশ, সন্তপ্ত শরীরের চক্ষুদুটি সদা জলময়
তোমার দেহ সখী তাদৃশ সুষমার, দীর্ঘনিঃশ্বাসে দুজনেই
সমান প্রপীড়িত, তবুও দেহ তার তোমার মনে মনে যেতে চায়।

৪১

যে কথা সহজেই তোমার সখীদের সামনে বলা যেতো সহজে
তোমার সহচর স্পর্শ-লোভে তাও তোমার কানে কানে বলেছে
এখন শ্রুতি বহুদূরের স্মৃতি আর চক্ষু হয়ে নেই দৃশ্য
তোমার প্রিয়তম রচনা ক'রে বাক্ আমায় করেছেন মাধ্যম।

৪২

রূপের কথা আর কী ভাবে বলা যায়—শ্যামার লতা ঐ দেহটির
চকিতহরিণীর নয়ন সে-তোমার, চাঁদের মুখে মুখ পড়েছে
ময়ূরপুচ্ছের মতন কেশরাশি, তোমার ভ্রূ-বিলাসভঙ্গে
কী অভিমানিনী, হে, তোমার রূপরাশি কোথায় পাওয়া যাবে একঠাঁই।

৪৩

যখন গেরিমাটি রেখার রঙে আঁকি প্রণয়পীড়িত এ-আলেখ্য
এবং আমি চাই, স্থাপিত ক'রে নিজ, তোমার পদতলে অনন্যা
তখনও সেই ছবি অশ্রু ম্লান করে, দৃষ্টি লোপ পায় বারংবার
দৈব যেন এসে স্বপ্নে তাড়া দেয় মিলন করে তোলে অসহ্য।

৪৪

স্বপ্নে পেলে যদি হঠাৎ কোনদিন তোমাকে যাই বুকে আনতে
শূন্যে হাত যায় ঠেকে ও ঠোক্করে আলিঙ্গন হয় মিথ্যা
আমার বিমূঢ়তা দেখে হে বনদেব তোমারও চোখে নামে অশ্রু
মুক্তা সেই জলবিন্দু বারবার তরুণ কিশলয়ে পড়ছে।

৪৫

হে গুণবতী সখী, বাতাস দক্ষিণা হয়তো ছুঁয়ে গেছে কিশলয়
নম্র তার কচি পাতার সমারোহে বৃক্ষ দেবদারু মহীয়ান
সুরভি নিয়ে তার অমল সুবাতাস পাহাড় ছুঁয়ে যদি এসেছে
তোমাকে না ছুঁয়ে কি এসেছে এখানে সে, আমিও সে-কারণে বুকে নিই।

৪৬

চটুলনয়না হে, দীর্ঘ রজনীকে কীভাবে ক্ষণকাল তুল্য
ছোট্ট করা যায়, কীভাবে দিন হবে শীতল, রুক্ষতা ক'রে দূর
পূরণ হয় না যে ভাবনা কোনকালে তাকেই ধরি বৃথা আঁকড়ে
এভাবে বিরহ ও ব্যথার তীব্রতা আমায় করে তোলে অসহায়।

৪৭

বিচার ক'রে আমি বহুধা আজ দিই নিজেকে নিজে করি ছলনা
ভোলাই যদি পারি এবং কল্যাণী কাতর ফলে তুমি হবে না
কেই বা স্থায়ী সুখী কেই বা দুখজ্বালা চিরটা কাল বলো সইবে
মানুষ নিচে যায় আবার উঠে আসে অমনি পর্যায়ক্রম তার।

৪৮
আমার অভিশাপ হবেই অবসিত শয্যা ছেড়ে তিনি উঠলে
বাকি তো চারমাস ঘুমাবে নারায়ণ, চক্ষু বুজে দেবো কাটিয়ে
তখন একদিন পূর্ণচাঁদ উঠে পাঠাবে তার রাঙা মায়াজাল
বিরহে যাহা ছিলো স্বপ্নে বহুদূর সেদিন ভোগে রাত কাটবে।

৪৯
তোমার স্বামী জানো বলেছে একদিন—সেদিন ছিলে তার শয্যায়
হঠাৎ কী কারণে কেঁদে উঠে জেগেছো তুমি তার বক্ষে
শুধোলে বারবার, প্রথমে কিছু নয়, পরেই তাকে শুধু বললে—
সহসা মনে হলো, আমাকে ছেড়ে আছো অন্য প্রিয় কারো সঙ্গে

৫০
যেহেতু আমি মেঘদূতের মুখে দিই আমার মঙ্গলবার্তা
অন্য ভেবো না হে কৃষ্ণা আঁখিময়ী আমাতে রেখো থির-বিশ্বাস
প্রবাদ বলে, স্নেহ বিরহে মুছে যায়, আমার মনে হয়—অন্য
ভোগের অভাবেই স্নেহটি প্রাণ পায় এবং শেষে প্রেম পূর্ণ।

৫১
ও মেঘ, এইভাবে সখীর শোক দূর ক'রে কি পারো তুমি ফিরতে
শিবের বৃষ যার শৃঙ্গে খুঁড়ে গেছে এমন কৈলাস থেকেও
শীঘ্র ফিরে এসো, কুশল দাও তাঁর, কেমন রয়েছেন পত্নী
ভোরের কুঁদফুল হয়েছে যে-জীবন হে সখা করো তাকে রক্ষা।

For More Books Visit www.MurchOna.com

৫২

সৌম্য, তোমাকে যে কত না নামে ডাকি, আমার উপহার নেবে না?
অধীর আমি তাই তোমাকে দিতে চাই, তুমিই বন্ধুতা নির্ভর
যাচিত হলে তুমি নীরবে জল দাও চাতকে, সে তো জানি বহুদিন
কারণ সাধুজন কাজের মাধ্যমে তাঁদের উত্তর দিতে চান।

৫৩

ও মেঘ, জানি আমি উচিত প্রার্থনা—তোমার নিকটে তা করিনি
হয়তো তুমি ভালোবেসেছো এই ব'লে এবং আছি গূঢ় বিরহে
করুণা ক'রে তুমি আমার কাজ শেষে যেখানে যেতে চাও চলে যাও
এবার থেকে যেন কখনো নাহি হয় তোমাতে-বিদ্যুতে ছেদনা ॥

For More Books Visit www.MurchOna.com